নারায়ে তাকবীর   বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম   আল্লাহু আকবার

শিক্ষা আইন বাতিল করুন॥ পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করুন

শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলাম বিতাড়ণের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকুন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন কোন প্রাণী যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনিভাবে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিও বিশ্বের দরবারে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত সভ্য ও উন্নত। তাইতো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ ধর্মীয় চেতনা, নৈতিকতা ও আদর্শিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে গণমুখী, বাস্তব ও কর্মমুখী সার্বজনীন। কিন্তু বর্তমান সরকার এমন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা, আকিদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখানো হয়নি। এখন সেই শিক্ষানীতির আলোকেই চুপিসারে শিক্ষা আইন ২০১৬ করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের শুরুতে মতামতের জন্য ৭ দিন সময় দিয়ে এখন চূড়ান্ত করার কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মিলিত উলামা-মাশায়েখ পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে এবং জতীয় স্বার্থে সেগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে ১৭টি ত্রুটিপূর্ণ দিক ও ২৪টি সুপারিশমালা দেয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও তা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু তার প্রতিফলন শিক্ষানীতিতে দেখা যায়নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ এর আলোকে শিক্ষা আইন ২০১৬ এর খসড়া গত ৩ এপ্রিল মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেয়া হয়। নির্ধারিত ছকে মতামত দেয়ার জন্য সময় দেয়া হয় ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। এর আগেও দু'বার এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে পিছু হটে সরকার। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম সভা হয় শিক্ষা মন্ত্রাণালয়ে। ২০১০ সালে শিক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করা হয়। পরে সংযোজন-বিয়োজন শেষে ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট জনমত যাচাইয়ের জন্য আইনের খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। খসড়া আইনের বিষয়ে মতামত দিতে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে নানা জটিলতায় আবারও ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। কিন্তু প্রবল আপত্তির মুখে পিছু হটে সরকার। পরবর্তীকালে পুনরায় গত বছরের ২০ অক্টোবর দ্বিতীয়বার আইনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলেও প্রশ্নফাঁসের শাস্তি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে 'আইনটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিমার্জন করার প্রয়োজনে' ২৭ অক্টোবর তা প্রত্যাহার করে নেয় মন্ত্রণালয়।

ইসলাম বিমুখ শিক্ষা আইন কেন বাতিল করতে হবে?

১. আইনের ধারা- ৭ এর (১), (২), ও (৩) অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষার জন্য ধারাভিত্তিক আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতিত, নির্ধারিত কোন বিষয়সমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অভিন্ন হবে। এখানে বাঙ্গালী সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর স্ব স্ব নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক হবে। এ বিধান লঙ্ঘণ করলে অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা ৬ মাসের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। ** এখানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করা হয়েছে- কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনগণকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সাধারণ বিষয়ের একই পাঠ্যবই মাদরাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হলে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত মাদরাসা শিক্ষা তার স্বাতন্ত্র্য হারাবে। অর্থাৎ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষার মধ্যে শুধু নামের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার সকল আবশ্যিক বই তার স্বকীয়তা ও সমমান বজায় রেখে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত হয়ে থাকে। ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোতে সাধারণ ধারার প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম পাঠ্যবই পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হলে মাদরাসা সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে কার্যতঃ সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে, তা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. আইনের ধারা- ৭ এর (১১) অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমে শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চিত করবে। এর বাইরে অন্য কোন পুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এ বিধান লঙ্ঘণ করলেও শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ** মাদরাসাগুলোতে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী মূলধারার বই পড়ানো হয়। এর মাধ্যমে সেগুলো পড়ানোর পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। এটা মূলত: ইসলাম ও আদর্শ শিক্ষাকে ঠেকানোর চূড়ান্ত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. আইনের ধারা- ১৩ অনুযায়ী ইবতেদায়ী মাদরাসাসহ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচনের জন্য স্থায়ী বেসরকারী শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। তারা শিক্ষক নিবার্চন করে সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। ** ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকগণ দীর্ঘ দিন তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারা সরকারের কাছ থেকে কার্যতঃ কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। সরকার কোন সুযোগ সুবিধা না দিয়ে তাদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে কার্যতঃ দলীয় লোকের নিয়োগ নিশ্চিত করতে চায়।

৪. আইনের ধারা- ২০ (খ) (২) অনুযায়ী দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশ পরিচিতি এবং বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক হবে। ** মাদরাসাগুলোতে ৭টি বিষয়ই বাধ্যতামূলক করে দেয়া হলো। এতোগুলো বিষয় পড়ার পর মাদরাসার শিক্ষার্থীরা মৌলিক বিষয়গুলো কতটা পড়ার সুযোগ পাবে? এছাড়াও মাদরাসাগুলোতে কুরআন-হাদীসসহ ইসলামী মূলধারার বই পড়ানো হয়। এ ধারাটি মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে একীভূত করার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫. আইনের ধারা- ২০ (খ) (৩) অনুযায়ী সরকার কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও কওমি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ** এদেশের কওমী মাদরাসাগুলো যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনীয় বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাসসহ কুরআন, হাদীস, আকায়েদ ও ফেকাহ, উসূলে ফেকাহ, তাফসীর ও আরবী সাহিত্যের উপর যুগোপযোগী উচ্চতর শিক্ষা দিয়ে মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে তৈরী করার খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এসব মাদ্‌রাসার আলাদা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য কারো অজানা নয়। কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে তা স্পষ্ট নয়। এটাও কী আলিয়া মাদরাসার মতো সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত শিক্ষাক্রম চালুর প্রয়াস?

৬. আইনের ধারা- ২৪ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোন প্রকার মানসিক নির্যাতন বা শারীরিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না। এ বিধান লঙ্ঘণ করলে অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা ৩ মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। ** এর মাধ্যমে শিক্ষকদের হয়রানী বাড়বে। এ ধারা ব্যবহার করে ভিন্ন মতের শিক্ষকদের হয়রানী করার আশঙ্কা রয়েছে। আর বর্তমান অবক্ষয়ের এই সমাজে শিক্ষার্থীদের শাসন করা দূরহ হয়ে পড়বে।

৭. আইনের ধারা- ৬০ অনুযায়ী ১৪টি কারণে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, মাদরাসার সুপার, প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশ (এমপিও) এবং প্রতিষ্ঠানের এমপিও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করতে পারবে। ** এই ধারার মাধ্যমেও সরকার যে কোন শিক্ষককে হয়রানী করতে পারবে। এ ধারাও ভিন্ন মতের শিক্ষকদের হয়রানী করার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ধারার মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেছে সরকার। ৫০ হাজার টাকার বেশী ব্যয় করতে হলেই সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

৮. আইনের ধারা- ৩২ অনুযায়ী দেশের সকল স্তরের সরকারী ও বেসরকারী কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করবে। ** আইন করে সমমান প্রদান করার পরও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে হয়রানি এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রস্তাবিত আইনে বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারা লঙ্ঘণ করলে শাস্তির কথা বলা হলেও ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে তার কী প্রতিবিধান হবে তা উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের সকল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বঞ্চিত করে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। এমনকি অধিকার সংরক্ষণে আদালতের রায়কেও প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মান দেখায়নি। (অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)